আজ একজন ব্যক্তিতসম্পর্ন মানুষ ও একটা ব্যাতিক্রম্য ধর্মী প্রতিষ্টান এর কথা বলবো যিনি তার শেষ সময়টুকু এই প্রতিষ্টানের মাধ্যমে গরিব দুখি মানুষের সেবায় বিলিয়ে দিচ্ছেন...!

সেবা মানুষের ধর্ম, মানুষে বেঁচে থাকে সেবার মাধ্যমে, পৃথিবীতে সবার কপালে মানুষের সেবা করা জুটেনা,মানুষের সেবা করতে ভাগ্য লাগে এই ভাগ্য আল্লাহ সবাইকে দেন না,আল্লাহ এই ভাগ্য কিছু মানুষকে দান করেন যারা মানুষের সেবা করতে পারবে যারা মানুষের সেবা করার যোগ্যতা রাখে, আপনি (আব্দুল ওয়াদুদ কলা) ও সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন আপনার চিন্তা চেতনা কাজ কর্ম গুলোই বলে দেয় আপনার গুন কেমন, ব্যক্তিত সবার আছে কিন্তু সেই ব্যক্তিতের মধ্যে গুনের অধিকারী কয়জনই বা হয়, আপনিতো সেই মহান ব্যক্তি যার মধ্যে সেই গুন গুলো লুকিয়ে আছে, যার প্রমাণ মুফাজ্জিল আলি ফ্রি মেডিকেল সেন্টার,আজ মানুষের কল্যানে এক নিবেদিত প্রান, এত্র এলাকার মানুষ আজ সেই গুনের ফল ভোগ করতেছে, গরিব ধনী নেই কোন বেদাবেদ সবার জন্যে এই দোয়ার খুলা থাকে, আজ সবাই আসে এই প্রতিষ্টানে সেবা নেওয়ার জন্য ও এক পলক দেখতে এই প্রতিষ্টান, যারাই আসে তারা বুঝতে পারে আসলেই এটা কোন মুখের কথা নয়, আমরা সবাই জানি বাস্তবতা বড় কঠিন এতো বড় একটা প্রতিষ্টান একজন মানুষ তার মেধা দিয়ে এতো দুর থেকে এসে কেমনে কি করলো, অবাক হওয়ারই কথা, হে এখানে যেই আসে সবাই অবাক হয়, এত্র এলাকায় এমন একটি প্রতিষ্টান সরকার ও করে দেখাতে পারে নাই, আপনি দেখবেন যদি কোন সরকারী হাসপাতালে যান একটা মাথা বেথ্যার ঔষাধের জন্যে, কত বিড়ম্বনায় পরতে হবে আপনাকে এটা হয়তো সকলের জানা কথা, কিন্তু এই সামাজি ভিন্ন ধর্মী নির্মাথ প্রতিষ্টান আজ ১০ বছর কাজ করে যাচ্ছে মানবতার কল্যানে মানুষের সেবায় নিরলস ভাবে, কেউ কখন নিরাশ হয়নি , আজ সবাই খুশি এমন একটি প্রতিষ্টান আর এই মহত বড় মনের মানুষটাকে পেয়ে,যার মনের মধ্যে শুধু চিন্তা চেতনা মানুষের মুখে কি ভাবে হাসি ফুটানো যায়, কি করলে খুশি হবে তারা, এই মানুষটার সাথে আপনি চলাফেরা করলে বুঝতে পারবেন খাঁটি মাটির মানুষ, আল্লাহ এমন ভালো মানুষ গুলোকে আমাদের মাঝে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখুন ,
লিখতে বসলে লিখা শেষ হবে, কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে,কিন্তু এই মহত মানুষ গুলোর কথা বলা শেষ হবে না , একটি কথা না বললে নয় বিগত এক বছর আগে আমার নানি খুব অসুস্থ ছিলেন, উনি এমন অসুস্হ ছিলেন যে উনার চিকিৎসার খরছ যোগান দেওয়া একটা পরিবারের জন্য অনেক কষ্টকর ছিলো, তখন, Mufazzil ALi free medical centre, এর প্রতিষ্টাতা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমি কৃতঋণী চিরদিন উনার কাছে

এবং এত্র এলাকার অনেক প্রবাসী ও আত্মীয় স্বজন তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা এই কৃতঋণ কখন শুধ করা যাবে না,

মুফাজ্জিল আলী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, এই প্রতিষ্টানের একজন সদ্যস আমার চাচা যিনি বয়স্কভাতা পাচ্ছেন প্রতি মাসে , এই প্রতিষ্টান থেকে প্রতি মাসে চিকিৎসা ও নেন, আমার বাবা ও এই প্রতিষ্টান থেকে চিকিৎসা নেন, যা এই প্রতিষ্টানে চিকিৎসা নেওয়ার কারনে আমার অনেক টাকা বেঁচে যায়, এই টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবারকে সাপোর্ট দিতে পারি,

একজন মানুষের চিকিৎসা খরচ আজ কাল অনেক বেশী, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে, আজ এই প্রতিষ্টান সাধারন মানুষদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে মানুষের কষ্ট দুর করে দিচ্ছে, এই প্রতিষ্টানের সুনাম খাতি আজ গ্রামবাংলা ছাড়িয়ে শহরবাসীদের মুখে ছড়াচ্ছে, এই প্রতিষ্টানে মানুষ এখন অনেক দুর দুরান্ত থেকে আসে সেবা নেওয়ার জন্য, আমি এই এলাকার মানুষ হয়ে ও জানতাম না আমার এলাকায় এতোবড় একটা প্রতিষ্টান আছে, এটা আমার জন্যে দুর্ভাগ্য ছিলো, আমি যখন চাকরিতে জয়েন দিতে যাবো ইন্টারভিউ দিতে গেলাম স্যার এর প্রথম প্রশ্ন ছিলো তোমার এলাকার নাম কি, বললাম গোলাপগন্জ থানা বহর গ্রাম, তখন তিনি অবাক হয়ে থাকালেন আমার দিকে আরেকটা প্রশ্ন করলে, তুমি কি এমন একজন মানুষকে চিনো তোমার এলাকার যিনি দেশের বাহিরে থেকে ও নিজে একটা বড় ফ্রি মেডিকেল সেন্টার তৈরী করেছেন এই বিষয়ে কতটুকু তুমি জানো, আর যার কথা বলছি তুমি হয়তো চিনতে পারতেছো, উনি আমাদেরই একজন কাছের মানুষ তিনি দেশে আসলেই আমাদের অফিসে আসেন, আমি গর্বের সাথে বললাম আমাদের এত্র থানায় একটাই ফ্রি মেডিকেল সেন্টার আছে যেটা আমাদের গ্রামে মফজ্জিল আলী ফ্রী মেডিকেল সেন্টার এটার প্রতিষ্টাতা জনাব আব্দুল ওয়াদুদ, স্যার হাসি দিয়ে বললেন আমি তোমার সাথে এই প্রথম কথা বলতেছি,কিন্তু তোমার এলাকায় একজন মানবতার কান্ডারি ও এমন একটা প্রতিষ্টান আছে সেটা আমি অনেক আগে থেকে জানি, অবাক হলাম, স্যার এর কথা শুনে, এবং চাকরিতে যোগ দেওয়ার পরে সব সময় স্যার ফান করে বলতেন, সিলেটী ভাষায়, কিতাবা কলা মিয়ার গ্রামর ফোয়া কিতা করো টিক মতন ডিউটি করিয়, কোন সমস্যা অইলে জানাইয়ো কল দিয়া, এই একজনের পরিচয়ে কিছুটা হলেও সম্মান পাচ্ছি আমি ভাগ্যবান যে এমন একটি এলাকায় জন্ম আমার, যেখানের মানুষ গুলো দুরে থাকলে ও তাদের মন পড়ে থাকে দেশের মানুষ গুলোর জন্য তারা দুর থেকে সব সময় খুজ নেয় এলাকার মানুষ গুলো কেমন আছে কেমন যাচ্ছে তাদের দিন জীবনকাল, এটা অতুলনীয় মহত মন মানসিকতা তাদের, তারা যখনি দুর থেকে খবর পায় এলাকার মানুষ গুলো কষ্টে আছে, তারা বাড়িয়ে দেন তাদের সাহায্যের হাত,

আমরা সবাই আজ কাল পুঁজিবাদী, বাড়ি একটা হলে আরেকটা তৈরী করি নিজের দাম বাড়ানোর জন্যে, ব্যাবসা একটা করলে আরেকটা তৈরী করি নিজের ধন সম্পদের জন্যে, ৫ হাজার টাকা দামের চালের বস্তার ভাত খাই কিন্তু ৪ হাজার টাকা বেতনে কাজের লোক রাখি, বছরে হাজার টাকা ইনকাম করি কিন্তু কাজের মানুষকে মাসে ৫০০ টাকা বেতন বাড়িয়ে দেইনা কমে যাবে বলে,

নিজের দেখা অনেক বড় বড় মেডিকেল তৈরী হয় মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্যে, কিন্তু আমরা টাকা দিয়ে ও সেবা পাইনা, তারা ঠিকই তাদের সার্থ হাছিল করে নেয়,

নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম উত্তর ও পেলাম, এই একটা প্রতিষ্টান কখনো এই সব সার্থ দেখেনি,দিনের পর দিন মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে, বয়স্কভাতা দিচ্ছে,বছরে শীতকালে মানুষকে শীতবস্ত্র দিচ্ছে, রামাদ্বান মাস আসলে মানুষকে ত্রান দান সাহায্য করে আসছে , গরিব ছাত্র ছাত্রীকে বই খাতা কলম ইউনিফ্রম সব দিচ্ছে আরো অনেক সেবা আছে ,সব কিছু বিনামূল্যে দিয়ে আসছে,, এই একজন মানুষের ধারা এতো কিছু কি করে সম্ভব চিন্তার বিষয়, আপনি চিন্তা করলে নিজের আগ্রহ জন্মাবে নিজের মনে এই প্রতিষ্টানকে জানার জন্য, মানুষ মানুষের জন্যে আব্দুল ওয়াদুদ (কলা) ও মুফাজ্জিল আলী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার তারই প্রমান,
আমি প্রান ভরে দোয়া করি এই প্রতিষ্টান ও এই মানুষটির জন্য যিনি নিজের শেষ সময়গুলো ইচ্ছা শক্তি ও অর্থ আমাদের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছেন,আল্লাহ তার এই সেবা সাহায্য সহযোগিতার প্রতিদান শেষ মিজানে দান করেন আমিন!

লেখক সাইফুল ইসলাম,
কর্মরত মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ.